60180 - ‘সালাতুর রাগায়বে’-এর বদিাত

প্রশ্ন

‘সালাতুর রাগায়বে’ (রাগায়বে নামায) কি কোন সুন্নত; যা আদায় করা মুস্তাহাব?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

সালাতুর রাগায়বে বা রাগায়বে নামায রজব মাসে সংঘটতি বদিাতগুলোর একটি। এ বদিাতটি রজব মাসরে প্রথম জুমাবার রাত্রে মাগরবি ও এশার নামাযরে মাঝে সম্পাদতি হয়। এর আগে রজব মাসরে প্রথম বৃহস্পতবিারে রোযা রাখা হয়।

হজিরি ৪৮০ সালরে পরে বায়তুল মুকাদ্দাসে সর্বপ্রথম এ বদিাত চালু হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সাহাবায়ে করোম, উত্তম তনিপ্রজন্ম কংিবা ইমামগণ এটি করছেনে মর্মে কোন বর্ণনা নইে। এ আমলটি নন্দিনীয় বদিাত; প্রশংসতি সুন্নত নয় এটা প্রমাণতি হওয়ার জন্য এ দললিটইি যথষ্টে।

আলমেগণ আমল থকেে সাবধান করছেনে এবং উল্লখে করছেনে যে, এটি ভ্রষ্ট বদিাত।

ইমাম নববী আল-মাজমু গ্রন্থে (৩/৫৪৮) বলনে:

“সালাতুর রাগায়বে নামে পরচিতি রজব মাসরে প্রথম জুমার রাতে মাগরবি ও এশার মাঝে আদায়কৃত ১২ রাকাত এবং অর্ধ শাবানে আদায়কৃত ১০০ রাকাত নামাযদ্বয় গর্হতি দুটি বদিাত। ‘কুতুল কুলুব’ কতিাবে কংিবা ‘ইহইয়াউ উলুমদ্দিীন’ কতিাব-এ নামাযদ্বয়রে উল্লখে থাকা দ্বারা কংিবা কতিাবদ্বয়ে উল্লখেতি হাদসি দ্বারা কউে যনে বভ্রিান্ত না হয়। কারণ এ সংক্রান্ত সবকছিু বাতলি। অনুরূপভাবে কোন কোন আলমেরে কাছে এ নামাযরে বধিান অস্পষ্ট থাকার কারণে এ নামায মুস্তাহাব মর্মে কয়কেপাতার যে কতিাব লখিছেনে সটো দ্বারাও কউে যনে বভ্রিান্ত না হন। কারণ তনিি তাতে ভুল করছেনে। ইমাম আবু মুহাম্মদ আব্দুর রহমান বনি ইসমাইল আল-মাকদসিি এ নামাযকে বাতলি সাব্যস্ত করে একটি মূল্যবান কতিাব লখিছেনে এবং তাতে তনিি খুব সুন্দর ও বস্তিারতি লখিছেনে।”[সমাপ্ত]

ইমাম নববী সহহি মুসলমিরে ব্যাখ্যায় লখিছেনে:

“এই বদিাত প্রচলনকারীর উপর আল্লাহ্র লানত হোক। বদিাত হচ্ছে- অজ্ঞতা ও ভ্রষ্টতা। এ আমলটওি সে রকম

বদিাতসমূহরে মধ্য থকেে একটি। একদল আলমে এ বদিাতটরি নন্দিা করে, এ নামায আদায়কারীর ভ্রষ্টতা তুলে ধরে, তাকে বদিাতী সাব্যস্ত করে, এ আমলটি মন্দ ও বাতলি হওয়ার প্রমাণাদি উল্লখে করে অগণতি বই রচনা করছেনে।[সমাপ্ত]

ইবনে আবদেীন তার রচতি 'হাশয়িা' তে (২/২৬) বলনে: " 'আল-বাহর' গ্রন্থে বলছেনে: এ আলোচনার ভত্তিতিে জানা যায় য, রজব মাসরে প্রথম জুমাবার পালনকৃত 'সালাতুর রাগায়বে' আদায় করার একত্রতি হওয়া গর্হতি ও বদিাত...।

আল্লামা নুর উদ্দীন আল-মাকদসিি এ বষিয়ে সুন্দর একটি কতিাব লখিছেনে। সটেরি নাম দয়িছেনে: 'রাদউর রাগবি আন সালাতরি রাগায়বে'। সে কতিাবে তনিি চার মাযহাবরে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল আলমেদরে বক্তব্য সংকলন করছেনে।"[সংক্ষপেতি ও সমাপ্ত]

ইবনে হাজার হাইতামি (রহঃ) কে জজ্ঞিসে করা হয় য, সালাতুর রাগায়বে কি জামাতরে সাথে আদায় করা জায়যে হবে; নাকি নয়?

জবাবে তনিি বলনে: " 'সালাতুর রাগায়বে' অর্ধ শাবানরে রাতে আদায়কৃত নামাযরে ন্যায় নন্দিতি দুটি বদিাত। এ সংক্রান্ত হাদসি মাওযু (বানোয়াট)। এ দুটি আমল একাকী বা জামাতরে সাথে পালন করা গর্হতি।"[সমাপ্ত]

[আল-ফাতাওয়া আল-ফকিহয়িযা (১/২১৬)]

ইবনুল হাজ্জ আল-মালকেি 'আল-মাদখাল' নামক কতিাবে (১/২৯৪) বলনে: এই মহান মাসে (বুঝাতে চাচ্ছনে রজব মাস) লোকেরো য বদিাতগুলো চালু করছে: এ মাসরে প্রথম জুমার রাতে পাঞ্জগোনা মসজদি ও জামে মসজদিগুলোতে 'সালাতুর রাগায়বে' আদায় করা। লোকেরো বভিন্নি শহররে জামে মসজদি ও পাঞ্জগোনা মসজদিে একত্রতি হয় এবং এ বদিাত পালন করে। জামাতে নামায আদায় করা হয় এমন মসজদিগুলোতে তারা ইমামরে নতেৃত্বে জামাতরে সাথে এ নামায আদায় করে যনে এটি শরয়িত স্বীকৃত কোন নামায...। ইমাম মালকে (রহঃ) এর মাযহাব হচ্ছ- সালাতুর রাগায়বে আদায় করা গর্হতি। কনেনা পূর্ববর্তীরা এ নামায আদায় করনেি। সকল কল্যাণ হচ্ছে তাঁদরে অনুসরণে।"[সংক্ষপেতি ও সমাপ্ত]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইময়িা (রহঃ) বলনে: পক্ষান্তরে, জজ্ঞিাস্য নামাযরে মত নর্দিষ্টি সময়ে, নর্দিষ্টি সংখ্যায়, নর্দিষ্টি ক্বরিাতে জামাতরে সাথে নামায সৃষ্টি করা: যমেন- রজব মাসরে প্রথম জুমাবারে সালাতুর রাগায়বে, রজব মাসরে প্রথম দনি এক হাজার রাকাত নামায, অর্ধ শাবানে নামায, রজব মাসরে সাতাশ তারখিরে নামায ইত্যাদি ইসলামরে ইমামগণরে সর্বসম্মতক্রিমে শরয়িত স্বীকৃত নয়। যমেনটি নর্িভরযোগ্য আলমেগণ দ্যর্থহীন ভাষায় উল্লখে করছেনে। এ ধরণরে আমল কোন মূর্খ বদিাতী ছাড়া অন্য কউে চালু করতে পারে না। এ ফটক উম্মুক্ত করা ইসলামী শরয়িতকে বকিৃত করা অবধারতি করবে এবং আল্লাহ্র অনুমোদন ছাড়া যারা ধর্মকে পরবির্তন করছে তাদরে কর্মে অংশীদারত্বি গ্রহণ করা হবে।

[আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা (২/২৩৯)]

শাইখুল ইসলামকে এ নামায সম্পর্কে আরও জিজ্ঞেসে করা হলে তিনি বলেন:

এ নামায রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পড়েননি, সাহাবায়ে করোম পড়েননি, তাবয়ীগণ পড়েননি, মুসলিম উম্মাহর ইমামগণ পড়েননি; এ নামাযের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উদ্বুদ্ধ করেননি, সলফে সালহেীনদের কউে উদ্বুদ্ধ করেননি, কোন ইমাম উদ্বুদ্ধ করেননি এবং তারা এ রাত্রির বিশেষ কোন ফযলিতও উল্লেখ করেননি। এ বিষয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থকেে বর্ণতি হাদসি সংশ্লষ্টি জ্ঞানে পারদর্শীদের সর্বসম্মতকি্রমে মথি্যা ও বানোয়াট। এ কারণে মুহাক্কিক আলমেগণ বলছেনে: এ নামায মাকরুহ; মুস্তাহাব নয়।[সমাপ্ত]

[আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা (২/২৬২)]

আল-মাওসুআ আল-ফকিহয়িযা (২২/২৬২) গ্রন্থে এসছে:

“হানাফি ও শাফয়েি মাযহাবের আলমেগণ দ্ব্যর্থহীনভাবে উল্লখে করছেনে য, রজব মাসের প্রথম জুমাবার সালাতুর রাগায়বে পড়া ও অর্ধ শাবানের রাতে বশিষে পদ্ধতিতে ও বশিষে সংখ্যক রাকাতে নামায আদায় করা গর্হতি বদিাত...।

আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযি বলনে: সালাতুর রাগায়বে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামে বানোয়াট ও মথি্যা। তনিি বলনে: আলমেগণ এ দুটি আমল বদিাত হওয়া ও মাকরুহ হওয়ার ব্যাপারে একাধকি দললি উল্লখে করছেনে; তার মধ্যে রয়ছেে: সাহাবায়ে করোম, তাবয়েীন এবং তাদের পরবর্তীতে মুজতাহদি ইমামগণের কারো কাছ থকেে এ নামাযদ্বয়ের ব্যাপারে কোন বর্ণনা আসনেি। যদি এ নামাযদ্বয় শরয়িত অনুমোদতি হত তাহলে সালাফদের এ নামাযদ্বয় ছুটে যতে না। বরং এ নামাযদ্বয় ৪০০ হজিরির পরে উদ্ভাবতি হয়ছেে।[সমাপ্ত]